উড়ালের পূর্বকথা

বনি আমিন

দেশমাতা থেকে নাড়ীছিন্ন হয়ে থাকতে থাকতে প্রবাসে মন বলে আর কিছু থাকে না। যান্ত্রিক সভ্যতার সমাজে সহজে দেহমন হাঁপিয়ে উঠে, ভাব ও আবেগ ধীরে ধীরে ধুসর থেকে ধুসরতর হয়ে যায়। রেল লাইনের মত সবকিছুই একই নিয়মে একই ধারায় চলে পাশ্চাত্য এ সমাজে, জীবনের বৈচিত্র বলে কিছু থাকে না। আশে পাশে অনেক আত্মিয়, স্বজন ও বন্ধুবান্ধব আছে, তবুও কেউ যেন কারো নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় দেহের চেয়ে মন ক্লান্ত হয় বেশী, আর তাই কাজের ফাঁকে 'রিক্রিয়েশন' বা 'হলিডে'র নামে যে যেদিকে পারে ছুটতে থাকে। ঝড়ের ঝাপটায় গাছের ডাল থেকে নিক্ষিপ্ত পক্ষী শাবকের মত আমিও আমার চিরাচরিত সমাজ ও সভ্যতা থেকে ছিটকে এসে পড়েছি প্রশান্ত মহাসাগরের জ্যেষ্ঠা কন্যা এই অষ্ট্রেলিয়ার বুকে। ভৌগলিকভাবে এ দেশটির অবস্থান এশিয়া মহাদেশের চৌহদ্দির মধ্যে হলেও শ্বেত সভ্যতার প্রভাবে কনিষ্ঠ মহাদেশ [আয়তনে অথচ ব্রাজিলের চেয়েও ছোট] হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে এর নামকরন করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এখানের সমাজ ব্যাবস্থাও গতানুগতিকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকায় ঘুরছে, আর সেই সমাজেই সপরিবারে আমার দীর্ঘ স্বেচ্ছা নির্বাসন।

মন ও মেজাজকে 'রিচার্জ' করতে ঘন ঘন ঘর থেকে বের হয়ে কয়েকদিনের জন্যে সপরিবারে দুরে কোথাও হাওয়া হয়ে যাওয়া অথবা বিদেশ ঘুরতে যাওয়ার ব্যায়বহুল বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমার কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করেছিলেন। বিনেপয়সায় অনেক অমুল্য উপদেশ তারা আমাকে দিয়েছিলেন দুহাত ভরে। সঞ্চয়ের মাহাত্য বর্ণনা করেছিলেন অতি ধৈর্যের সাথে। আঁজল ভরে আমি তাদের সেই অমৃতবাণী তুলে নিয়েছি, পান করিনি কখনো। তবে তাদের কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তর বা উপদেশের যুক্তি খন্ডন করে কখনো আমি তাদের খাটো করতে চাইনি। কারন জীবনের সংজ্ঞা একেক জনের কাছে একেক রকম, তাই বহুরূপী এ জগৎসংসারে এত মতভেদ এত সংঘাত।

বার বার পণ করেও কৃচ্ছতা সাধন করা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি, তাই আমার ব্যক্তিগত হিসেব খাতায় আজো চার অঙ্কের বেশি সঞ্চয় দেখার সৌভাগ্য কখনো হয়নি। অসতর্ক খরচ ও বিলাসী জীবনধারার প্রতি ঝোঁকের কারণে শৈশব ও কৈশরে মিতব্যায়ী মা এবং যৌবনে সহধর্মিনীর অনেক ভর্ৎসনা সইতে হয়েছিল আমাকে। কিন্ত কিছুতেই কিছু হয়নি আমার। হাতের পাঞ্জা দিয়ে জল ধরে রাখার সাধ্য যে আমার নেই, কারন আমার দু অঙ্গুলির সন্ধিক্ষন দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে সহজে। যারা ধরে রাখতে পারে, তাদের থাকে, তাদের সঞ্চিত সম্পদ চক্রবৃদ্ধি হারে দিনে দিনে বেড়ে ওঠে। জীবনের সকল স্বাদ, আহ্লাদকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা সম্পদের পর্বত গড়ে আর সেই পর্বত থেকে গড়িয়ে আসা সবুজ মালভুমিতে পড়ে থেকেও আমি যারপর নাই তৃপ্ত ও পরিপুর্ণ। সম্পদের শৃঙ্গে উঠার আকাঙ্খা আমার কখনো ছিল না। যে বয়সে যেমন করা উচিত জীবনকে ঠিক সে ভাবেই আমি সর্বদা দেখে থাকি। মরনকালে কেশরাজীতে লক্ষীবিলাস তৈল সঞ্চালন অথবা চন্দন কাঠের খড়িতে শ্মশানঘাটের চৌকিতে আরোহন করার মন্ত্রে আমি কখনো বিশ্বাসি নই। যৌবনের সকল রঙ্গিন কল্পনা ও আকাঙ্খাকে নগদ সময়ে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রৌঢ়ত্বের বাকি সময়ে তা ভোগ করবো সে স্বপ্ন আমি কখনো দেখিনা। কারন তখন একজন চিকিৎসক অথবা একজন দুরারগ্য-ব্যাধি বিশেষজ্ঞের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করতে প্রতিনিয়ত হয়তবা ব্যস্ত থাকতে

হতে পারে। রুটিন অনুযায়ী শরীরের বিভিন্ন রসায়নের নির্জাস ও রক্ত পরীক্ষা করা এবং ধমনীর রক্তচাপ ও রক্তে চিনির মাত্রা বৃদ্ধির চিন্তায় দেহমন জুড়ে তখন একধরনের আতঙ্ক বিরাজ করতে পারে বলে আমি মনে করি। যে চোখে যৌবনে আমি স্ফীত ওষ্ঠের একটি আবলুস বর্ণের রমনীকে সুন্দরী হিসেবে মানসপটে সহজে এঁকে নিতে পারতাম পড়ন্ত বয়সের নিস্তেজ দেহমনে মৃগনয়না একজন ষোড়শী বিশ্ব সুন্দরীকেও আমি সেভাবে কল্পনা করতে সাহস পাবোনা। ধনে শক্ত হলেও ধমনীতে তখন রক্ত তরল থেকে তরলতর হতে থাকে। শৈশবে ধারাপাত থেকে যে অংক গোনা আমি শিখেছিলাম পড়ন্ত বয়সে তা তসবীহর দানা খুঁটে জীবনের ধারা পতন দেখায় আমি বিশ্বাসী নই। প্রবাদ আছে যুদ্ধে যেতে হয় যৌবনে, তীর্থে যেতে হয় যৌবনে, ঠিক তেমনিভাবে ভ্রমনেও যেতে হয় যৌবনে। আর তাই ইসলামের প্রবর্তক মোহাম্মদ মুস্তফা [সঃ] বলেছিলেন, 'জ্ঞানার্জনের জন্যে প্রয়জনে সুদর চীনে যাও'। তিনি নিশ্চয় বয়োবৃদ্ধদের উদ্দেশ্যে তা বলেননি।

আমার মাতামহ তার জীবদ্দশায় একবার গল্পেরছলে আমার কানে একটি বানী ছেড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন "যৌবনে যাহা পাওনি, তাহা প্রৌঢ়ত্বে পাইবে, তাহার ভরসা কি। আজিকার সুর্যাস্ত বা আগামীকালের সুর্যোদয় তুমি দেখিবে, কে তোমায় দিবে সে নিশ্চয়তা। অতএব নগদ দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পাও, পলকহীনভাবে তাহা দেখিয়া নাও। কিন্তু তাই বলিয়া বাছা, কর্জ করিয়া ঘৃতান্ন আহার করিও না।"

সে চিন্তাধারা থেকেই আমি প্রায় ফরসুত পেলে হামেশা গাড়ী নিয়ে এখানে ওখানে বেরিয়ে পড়ি। অনেক সময় ক্লান্তিবিহীন শত শত মাইল ঠিকানাহীনভাবেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। বিশেষ করে আমার সন্তানদের স্কুল ছুটি হলেতো কথাই নেই, যেন আমারই স্কুল ছুটি হলো। প্রায় যানবাহন ও জনশুন্য রাস্তায় হাওয়ার বেগে গাড়ী চালিয়ে গিন্নীর সাথে কথা বলতে বলতেই তাৎক্ষনিক একটি গন্তব্যস্থান ঠিক করে নিতাম এবং সে মোতাবেক সন্ধ্যা হলে দুয়ার থেকে দুয়ারে কড়া নাড়ার মত এক এক করে হোটেল, মোটেল, বাংলো গুলোতে মুসাফিরের মত একটু আশ্রয়ের জন্যে ধর্না দিতাম। কোথাও 'হলিডে' বা বেড়াতে গিয়ে গন্তব্যস্থলের কোন দেশীভাই, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মিয় স্বজনের বাড়ীতে ওঠা আমার মোটেই পছন্দ না, কারন তাতে নিজেকে বড় পরাধীন মনে হয় এবং সত্যিকারের 'অবসর' বা 'ছুটি'র আনন্দ তাতে খুঁজে পাওয়া যায়না। সমমনা অনেক প্রবাসীরা যখন তাদের মুল্যবান সময়গুলোকে বিভিন্নভাবে উপভোগ করেছেন ঠিক তখনি আমি দুরে কোথাও আমার পরিবার নিয়ে সাগরের বালুকাবেলায় গা এলিয়ে দিয়ে সুর্যাস্ত উপভোগ করেছি। মধ্যরাত অবধি সাগরের ঢেউয়ের শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে মোটেল বা কোন বাংলোর সবুজ উঠোনে বসে পুরানো দিনের বাংলা গানগুলো শুনেছি, হেলান কেদারায় গা ছড়িয়ে শুকতারার অপেক্ষায় গগনমুখী পলকহীন ঊষালগ্ন অবধি কাটিয়েছি অনেক রাত। হাজারো তারাকারাজীর মাঝে হারিয়ে গিয়েছি, কল্পনায় বোরাকের পিঠে চড়ে বহুবার ভ্রমণ করেছি আমি মহাবিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যত্র লক্ষ, কোটি আলোকবর্ষ দুরত্বের কোন গ্রহ, উপগ্রহে।

ক্ষুদ্র এ মহাদেশটির মফস্বল এলাকা সহ প্রায় সকল বৃহত্তর শহরগুলো এককভাবে ভ্রমন করা হলেও পারিবারিকভাবে শুধুমাত্র পুর্বাঞ্চলের তিনটি প্রদেশের অনেক স্থান টই টই করে ঘুরা হয়ে গেছে আমার অনেক আগে। আমার অফিসরুমের টেবিলে বিছানো অষ্ট্রেলিয়ার বৃহৎ মানচিত্রটিতে হাত রেখে তাই আর নুতন গন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় না আজকাল। আমার ছেলে উপল ও মেয়ে ইসাবেলা এ ঘুরাঘুরিতে আর নুতন কিছু খুঁজে পায় না। আর ভ্রমনবিমুখ আমার গিন্নীও ক্লান্ত হয়ে গেছেন বছরের পর বছর ঐ ছুটোছুটিতে। সে কারণে সকলে মিলে গেল বছরের মাঝামাঝিতে সিদ্ধান্ত নিলাম এবার পুনরায় বাইরে কোথাও একটি ঝড়ো-ভ্রমন করে আসবো। সাপ্তাহিক বন্ধের

দিন কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলাম সকলে, পকেটের ওজনের সাথে পরিমাপ করে টেবিলের সামনে পেতে রাখা মানচিত্রে হাত চালাতে লাগলাম।

প্রথম সিদ্ধান্ত হয় প্রশান্ত মহাসাগরের আশে পাশের কয়েকটি দ্বীপদেশ ঘুরতে বেরুবো, কিন্তু চুড়ান্ত কালে বাদ সাধলো উপল ও ইসাবেলা। সমুদ্রপাড়ে বাস করে মহাসমুদ্র দেখার ইচ্ছে ওদের নেই বরং যে উৎস থেকে এ মহাসমুদ্রে জলধারা গড়িয়ে আসে সেরকম কোন জলধারার উৎসস্থল তারা দেখবে। ওরা পাহাড় দেখেছে কিন্তু পর্বত দেখেনি, সাগরের বেলাভুমি দেখেছে কিন্তু পর্বতের মালভুমি দেখেনি। আর তাই আমরা নিরীহ টোনাটুনি দুজন আমাদের ইচ্ছেটাকে অবলীলায় ওদের হাতে সঁপে দিলাম। বল্লাম, "তাহলে চলো সকলে, ভারত, সিকিম ও ভুটান ঘুরে দেখে আসা যাক। ফেরার পথে না হয় পুর্বপুরুষের ভিটে-বাড়ীও দেখে আসা যাবে।"

চলবে - - - - -